



মেমো নং- রসা/২০২৪/....

Date:

“বিভাগীয় বৃত্তি সংক্রান্ত নীতিমালা”

১. বৃত্তির নাম : “রসায়ন পরিবার শিক্ষা বৃত্তি”

২. পটভূমি (Introduction): ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর ১৯৫৮ সালে রসায়ন বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই রসায়ন বিভাগ ব্যক্তি, পরিবার ও দেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। যার উপযুক্ত উদাহরণ শহীদ ড. শামসুজ্জোহা, যিনি আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ-বিদেশে শিক্ষা গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমে শুনামের সঙ্গে অবদান রেখে চলেছে।

আমরা মধ্যম আয়ের দেশের বাসিন্দা হলেও আমাদের বিভাগে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই আসে অস্বচ্ছল পরিবার থেকে। এ সকল পরিবারের অধিকাংশই তাঁদের সন্তানদের রাজশাহীতে অবস্থান ও লিখা-পড়ার খরচ বহন করতে সক্ষম নয়। তাই অনেক শিক্ষার্থী জীবন-জীবিকার তাগিতে লিখা-পড়ায় ভালভাবে অগ্রসর হতে পারেনা। যদি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সামান্য কিছু আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা যেত তাহলে তারা তাদের মেধার বিকাশ ঘটিয়ে দেশ ও জাতির সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারতো।

উপর্যুক্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে একটি দরিদ্র/মেধা বৃত্তি প্রবর্তন অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার স্বার্থে রসায়ন বিভাগের বর্তমান সভাপতি ড. চৌধুরী মো. জাকারিয়া রসায়ন পরিবারের (বিভিন্ন শ্রেণী পেশায় নিয়োজিত) সদস্যগণের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এবং তাঁদের পরামর্শে একটি ‘বৃত্তি ফান্ড’ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

12.09.2024

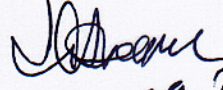
৩. বৃত্তির ফান্ড সংগ্রহ এবং পরিচালনা :

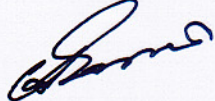
- (ক) যেকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে যেকোন পরিমাণ অর্থ গ্রহণপূর্বক ফান্ড তৈরী করা হবে। ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) বা তদুর্ধ্ব টাকা প্রদানকারী ব্যক্তি এবং ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) বা তার অধিক টাকা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/গ্রুপ (ব্যাচ) এর নাম ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে এবং নাম বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করা হবে না।
- (খ) বৃত্তির নামে অগ্রণী ব্যাংক, রা.বি./সোনালী ব্যাংক, রা.বি. শাখায় একটি যৌথ হিসাব খোলা হবে যা বিভাগের সভাপতি এবং বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।
- (গ) বৃত্তির ফান্ডের কোন অর্থ বিভাগের প্ল্যানিং কমিটির অনুমোদন ছাড়া উত্তোলন ও ব্যয় করা যাবে না।
- (ঘ) প্রত্যেক অর্থবছর শেষে আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব তিন সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটির দ্বারা মূল্যায়ন করিয়ে তা বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রদান করা হবে যা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

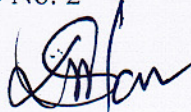
৪. অডিট কমিটি: হিসাব ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের একজন এবং রসায়ন বিভাগের দুইজন শিক্ষকের সমন্বয়ে বিভাগের একাডেমিক/প্ল্যানিং কমিটি অডিট কমিটি গঠন করবেন যা এক/দুই বছর মেয়াদে কাজ করবেন।

৫. বৃত্তির আবেদনের শর্তাবলী:

- (ক) রসায়ন বিভাগের ১ম বর্ষ ১ম সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীবৃন্দ আবেদন করতে পারবে। পরবর্তী প্রতি বর্ষে (সম্মান) এই বৃত্তি চালু থাকবে তবে জিপিএ ৩.২৫ এর কম হলে তা বাতিল হবে। সেই শিক্ষার্থী পুনরায় বৃত্তির জন্য বিবেচিত হবে না।


12.09.2024





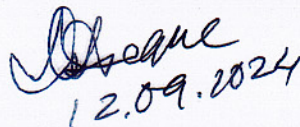
(খ) ৩.২৫ বা তদুর্ধ্ব জিপিএ প্রাপ্ত গরীব শিক্ষার্থীগণ আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত প্রকৃত অভিভাবকের বাৎসরিক আয় অথবা অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত সদনপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

(গ) একাডেমিক কমিটি কর্তৃক গঠিত পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলি মূল্যায়ন ও শিক্ষার্থীগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ পূর্বক বৃত্তি প্রাপ্তদের নাম সুপারিশ করবেন এবং একাডেমিক/প্ল্যানিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর বিভাগীয় সভাপতি বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬. বৃত্তির সংখ্যা ও প্রদেয় অর্থের পরিমাণ:

প্রাপ্ত ফান্ডের পরিমানের উপর বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও মাসিক/বাৎসরিক প্রদেয় অর্থের পরিমাণ বিভাগের প্ল্যানিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। উল্লেখ্য যে, দাতাগণের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত সোনালী/অগ্রণী ব্যাংকে লাভজনক কোন “হিসাবে” জমা রাখা হবে এবং বাৎসরিক লভ্যাংশের অংশটুকু বৃত্তি প্রদানের জন্য ব্যয় করা যাবে। মূল সংগৃহীত ফান্ড কোন অবস্থাতেই ব্যয় করা যাবে না।




12.09.2024

